ওয়েবসাইটঃ
www.ypsa.org

যোগাযোগঃ
বাড়ি # এফ ১০ (পি), রাস্তা # ১৩,
ব্লক-বি, চান্দগাঁও আবাসিক,
চট্টগ্রাম-৪২১২। বাংলাদেশ
ফোন : +০১৭১১০২৫০৯৬

ই-মেইলঃ
asabur.ypsa@gmail.com
info@ypsa.org

বিদেশ ফেরত অভিবাসীদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উপর কোভিড-১৯ এর প্রভাব

প্রেক্ষাপট

করোনা ভাইরাসের (COVID-19) প্রাদুর্ভাবের ফলে বিশ্বব্যাপী স্বাস্থ্যখাতে জরুরী অবস্থা এবং অর্থনৈতিক মন্দা চলছে। বাণিজ্য, বিনিয়োগ, প্রবৃদ্ধি এবং কর্মসংস্থান সবকিছু ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে। সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে আন্তর্জাতিক শ্রম বাজার ও অভিবাসীরা। আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (আইএলও) পূর্বাভাস দিয়েছে করোনা'র কারণে বিশ্বব্যাপী প্রায় ১৯০ মিলিয়ন লোক চাকরি হারাবে। গত কয়েক মাসে (ফেব্রুয়ারি-মে ২০২০) পাঁচ লক্ষেরও অধিক অভিবাসী বাংলাদেশে ফেরত এসেছেন। বেশিরভাগ অভিবাসী ফেরত এসেছেন মধ্যপ্রাচ্য এবং ইউরোপ থেকে। প্রায় এক হাজার অভিবাসী দেশে এবং বিদেশে করোনা ভাইরাস দ্বারা আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন। গবেষণায় দেখা গেছে যে বিদেশী থাকা প্রবাসীরা লকডাউন বা অবরোধের ফলে বেকারত্ব, ক্ষুধা, আবাসন সংকট এবং সংক্রমণের ঝুঁকিতে রয়েছে। পাশাপাশি যে অভিবাসীরা ফিরে এসেছিল তারা সামাজিক বৈষম্য, সামাজিক মেরুকরণ, অর্থনৈতিক সংকট, চরম অনিশ্চয়তা এবং অস্থিতিশীলতার মুখোমুখি হয়েছেন। ইতিমধ্যে সরকার এবং বেসরকারি উন্নয়ন অংশীদাররা বিভিন্ন পদক্ষেপ নিয়েছেন যার ফলে জনগণের মধ্যে আস্থা ও স্বস্তি তৈরি হয়েছে। বিশেষজ্ঞরা মনে করেন যে, এই উদ্যোগগুলি পর্যাপ্ত নয় এবং এই বিষয়ে আরও ব্যাপকভাবে কাজ করা উচিৎ।

গবেষণা পদ্ধতি

এই গবেষণায় গুণগত এবং পরিমাণগত পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়েছে। সেকেন্ডারি তথ্যের জন্য; অভিবাসন সংশ্লিষ্ট বই, নির্বাচিত জার্নাল, সংবাদ মাধ্যমে প্রকাশিত খবর এবং অনলাইনে প্রকাশিত নিবন্ধগুলি পর্যালোচনা করা হয়েছে। প্রাইমারি তথ্য সংগ্রহের জন্য গুগল ফর্মসে একটি আধা কাঠামোগত প্রশ্নপত্র তৈরি করা হয়েছিল। এই জরিপটি অনলাইনে পরিচালিত হয়। শুধু মাত্র ফিরে আসা অভিবাসী এবং তাদের পরিবারের সদস্যরা এই জরিপে অংশগ্রহণ করে। এই সমীক্ষায় সর্বমোট ৫৫ জন বিদেশ ফেরত অভিবাসী অংশগ্রহণ করে। এই গবেষণার আর একটি অন্যতম পদ্ধতি ছিল গুণগত জরিপ বা কেআইআই। গবেষণায় তিনটি কেআইআই পরিচালিত হয়েছিল। গবেষণার লক্ষিত এলাকা ছিল চট্টগ্রাম বিভাগ।

বিদেশ ফেরত অভিবাসীদের ব্যক্তিগত প্রোফাইল

উত্তরদাতাদের গড় বয়স ১৮ থেকে ৪০ এবং এর পরিমাণ ৮৭ শতাংশ। উত্তরদাতারা সবাই পুরুষ এবং তারা চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, কুমিল্লা এবং রাঙ্গামাটি জেলার বিভিন্ন উপজেলার অধিবাসী। এটি গুরুত্বপূর্ণ যে প্রায় ৮৩ শতাংশ বিদেশ ফেরত অভিবাসীর সর্বোচ্চ শিক্ষার লেভেল ছিল এস.এস.সি। এই অভিবাসীরা বিদেশে সাধারণত সেলসম্যান, বাগানের কাজ, ড্রাইভিং, বাবুর্চি, নির্মাণ শ্রমিক, খন্ডকালীন কাজ এবং হোটেল বা রেস্তোঁরায় কাজ করতেন। গবেষণা থেকে জানা গেছে যে প্রায় ৩০% উত্তরদাতারা অনানুষ্ঠানিক খাতে কাজ করতেন এবং মাত্র ৩% অভিবাসী ব্যবসা করতেন। উত্তরদাতাদের ৯৫% মধ্যপ্রাচ্য থেকে ফেরত এসেছেন। অধিকাংশ অভিবাসী দেশে ফিরে আসার কারণ হল বাৎসরিক ছুটি উপভোগ। করোনা ভাইরাসের কারণে তারা আটকে পড়েছেন এবং গন্তব্য দেশে আর ফেরত যেতে পারছেন না। এটা গবেষণার অনুসন্ধান থেকে প্রাপ্ত একটি অন্যতম ফলাফল।

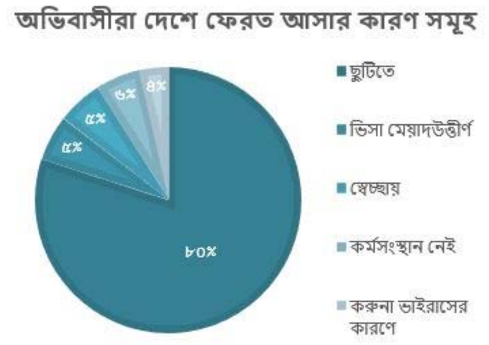

অধিকাংশ উত্তরদাতারা পাঁচ বছরের অধিক সময় ধরে উপরিউক্ত দেশ সমূহে কাজ করেছেন। বেশিরভাগ উত্তরদাতাই ফেব্রুয়ারি থেকে মার্চ ২০২০ এ সময়ে দেশে ফিরেছেন।

বিদেশ ফেরত অভিবাসীদের সামাজিক প্রোফাইল

সাধারণত, অভিবাসীরা দেশে ফিরে আসলে, তারা তাদের পরিবার, আত্মীয়স্বজন এবং প্রতিবেশীর কাছ থেকে বেশ শ্রদ্ধা ও স্নেহ পেয়ে থাকেন। গবেষণায় দেখা গেছে যে, এই সময়ে বিদেশ ফেরত অনেক অভিবাসী সামাজিক বৈষম্যের শিকার হয়েছিলেন, তাদেরকে করোনা ভাইরাস ছড়িয়ে দেওয়ার অভিযোগে অভিযুক্ত করা হয়েছিল। অনেক ক্ষেত্রে তাদেরকে সামাজিকভাবে আলাদা করা হয়েছে এবং কারও কারও বাড়িতে লাল পতাকা ঝুলানো হয়েছিল বলে অভিযোগ উঠেছে। এই গবেষণায় অংশগ্রহণকারী কোন অভিবাসী এবং তাদের পরিবারের সদস্যরা করোনা ভাইরাসে সংক্রমিত হয়নি। এবং প্রায় ৬৫% বিদেশ ফেরত অভিবাসী ১৪ দিনের হোম কোয়ারেন্টিন পালন করেছেন। বিদেশ ফেরত অভিবাসীদের একটি বড় অংশ বলেছেন তারা সরকারি বা বেসরকারিভাবে কোন ধরনের সহায়তা পাননি।

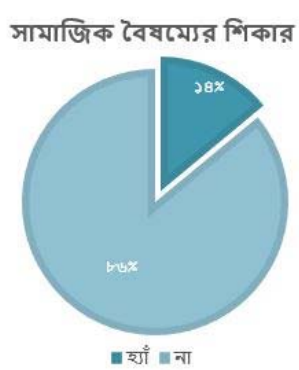

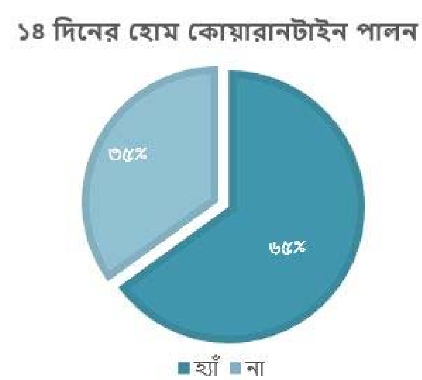

বিদেশ ফেরত অভিবাসীদের অর্থনৈতিক প্রোফাইল

গবেষণায় দেখা গেছে অভিবাসীদের মাসিক গড় আয় ৩০,০০০ টাকা। পুরুষ অভিবাসী শ্রমিকরা তাদের আয়ের ৩০% থেকে ৪০% দেশে পাঠাতেন। তাদের মধ্যে মাত্র কিছু সংখ্যক নিয়োগকর্তাদের কাছ থেকে আবাসন এবং পরিবহন সুবিধা পেতেন। এই বিদেশ ফেরত অভিবাসীরা বেশিরভাগই ঋণগ্রস্ত। বিদেশে যাওয়ার সময় প্রায় ৪০% অভিবাসী ঋণ নিয়েছিলেন। এখনও পর্যন্ত ৪৯% অভিবাসী ঋণের টাকা পরিশোধ করতে পারেননি। অবাক করা বিষয় হলো, ৭৫% উত্তরদাতা তাদের আয় থেকে এখন পর্যন্ত কোনও অর্থ বা সম্পদ জমা করতে পারেনি। উত্তরদাতার অধিকাংশই তাদের পরিবারের একমাত্র উপার্জনক্ষম সদস্য। অনেক বিদেশ ফেরত অভিবাসীর সঞ্চয় ও নগদ টাকা শেষ হয়ে এসেছে। সরকারি ছুটি এবং যোগাযোগ সীমাবদ্ধতার কারণে তারা স্থানীয় পর্যায়েও কোনো কাজ পাচ্ছেন না যার ফলে বিদেশ ফেরত অভিবাসীরা এখন মারাত্মক আর্থিক সংকটের মুখোমুখি হয়ে পড়েছেন।

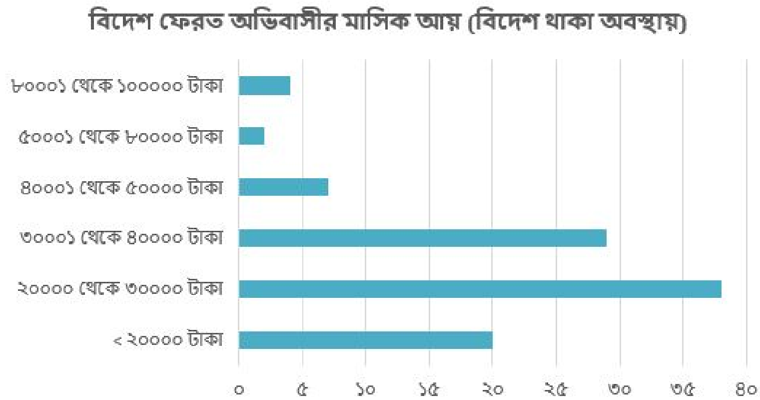

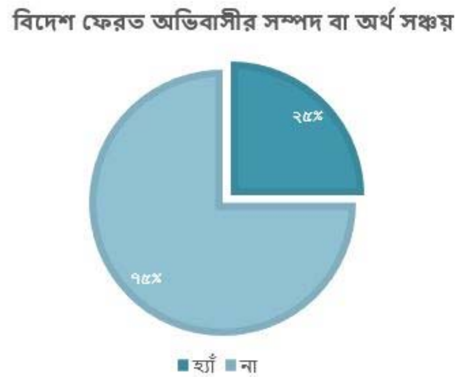

বিদেশ ফেরত অভিবাসীদের জন্য এই মুহূর্তে ঝুঁকির বিষয়সমূহ

গবেষণায় দেখা গেছে যে, প্রায় ৮০% উত্তরদাতা ছুটিতে দেশে এসেছিলেন। কিন্তু কোভিড-১৯ ও দীর্ঘ লকডাউনের কারণে তারা আটকা পড়ে গেছেন এবং এখন আর ফেরত যেতে পারছেন না। প্রায় ৯০% উত্তরদাতারা আবার সেই দেশে ফেরত যেতে চায় যেখানে তারা আগে কাজ করছিল। এটি আশার কথা যে, ৮৪% উত্তরদাতার এখনও ওয়ার্ক পারমিট রয়েছে। তবে, একটি বড় অংশ এখনো নিয়োগকর্তার সাথে যোগাযোগ করতে পারেনি। সুতরাং, নিয়োগকর্তার সাথে পুনরায় সংযোগ স্থাপন করা এখন খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়।

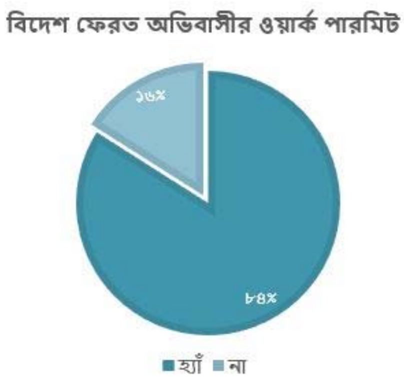

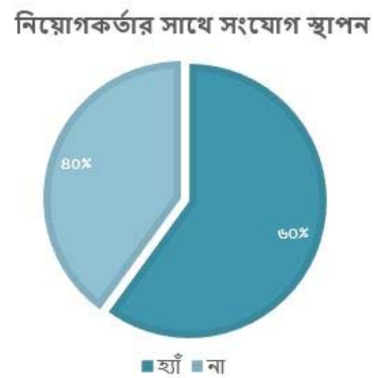

দীর্ঘ সরকারি ছুটির কারণে, কিছু জরুরি পরিষেবা সরবরাহকারী সংস্থাগুলি ব্যতীত সমস্ত সরকারী অফিস এবং রিক্রুটিং এজেন্সি সমূহ বন্ধ রয়েছে। এই মুহূর্তে অভিবাসীরা জেলা কর্মসংস্থান ও জনশক্তি অফিস (ডেমো) এবং রিক্রুটিং এজেন্সির সাথে যোগাযোগ করতে পারছেন না। ফলস্বরুপ, তারা চরম অনিশ্চয়তা এবং অস্থিতিশীলতার মধ্যে পড়েছেন। এই সমস্ত প্রতিষ্ঠানসমূহ সীমিত আকারে চালু করতে হবে।

বেশিরভাগ প্রত্যাবর্তনকারীরা তাদের পরিবারের একমাত্র উপার্জনক্ষম সদস্য। তাদের সম্পত্তি বলতে শুধু বসতভিটা ও সামান্য কিছু আবাদি জমি রয়েছে। অনেকে আবার তা বন্ধক রেখে বিদেশে যাবার অর্থ জুগিয়েছিলেন। এখন পর্যন্ত অনেকে অভিবাসী ঋণের টাকা পরিশোধ করতে পারেননি। এই মহামারীতে তারা দারিদ্র্যের দুষ্ট চক্রের মধ্যে পড়েছেন।

প্রায় ৬০% উত্তরদাতারা বলেছেন যে, তারা বিদেশ থেকে আসার সময় যে অর্থ সঙ্গে নিয়ে এসেছিলেন তা শেষ হয়ে গেছে। শতকরা ২০ ভাগ উত্তরদাতারা মনে করেন যে, তাদের কাছে যে অর্থ আছে তা দিয়ে আর এক মাস চলতে পারবেন। অনেক অভিবাসী আবার আত্মীয় স্বজন কাছ থেকে টাকা ধার করা শুরু করছেন। অনেকে আবার পারিবারিক খরচ কমিয়ে আনার চেষ্টা করছেন।

অনেক বিদেশ ফেরত অভিবাসী সামাজিক বৈষম্যের মুখোমুখি হয়েছেন ও করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হবার ঝুঁকিতে আছেন।

অগ্রা:ধিকারমূলক বিষয়সমূহ

ইতিমধ্যে, সরকারের বিভিন্ন গৃহীত পদক্ষেপ জনমনে আস্থা ও সম্ভাবনার ক্ষেত্র তৈরী করেছে। গবেষণায় কিছু অগ্রাধিকারমূলক বিষয় চিহ্নিত করা হয়েছে। এই বিষয়গুলি বিদেশ ফেরত অভিবাসী ও তাদের পরিবারের অধিকার রক্ষায় ও কল্যাণে বিবেচনা করা উচিত এবং যত তাড়াতাড়ি সম্ভব কার্যকর করতে হবে।

- ঝুঁকিপূর্ণ অভিবাসী ও তাদের পরিবারে জরুরী খাবার, স্বাস্থ্য সুরক্ষা উপকরণাদি ও নগদ অর্থ সরবরাহ করা, যাদের সঞ্চয় নেই, বা যারা অভিবাসনের জন্য ব্যবহৃত ঋণ এখনও পরিশোধ করেননি তাদেরকেও জরুরী সেবার আওতায় নিয়ে আসা। ঝুঁকিপূর্ণ অভিবাসীদের একটি ডাটাবেইজ তৈরি করা। সরকারের সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচীর আওতায় ঝুঁকিপূর্ণ অভিবাসীদের অন্তর্ভুক্ত করা।

- যে সব অভিবাসীদের ভিসা বা কাজের চুক্তির মেয়াদ রয়েছে কিন্তু নিয়োগকর্তার সাথে যোগাযোগ করতে পারছেন না সে সব অভিবাসীর নিয়োগকর্তার সাথে তাঁদের সংযোগ স্থাপন করে দিতে সহায়তা করা ও প্রয়োজনীয় উপকরণাদি নিশ্চিত করা। যে সব বিদেশ ফেরত অভিবাসীদের ভিসার মেয়াদ শেষ হয়ে গেছে তাদের দ্রুত ভিসা নবায়নের ব্যবস্থা করা।

- বিদেশ ফেরত অভিবাসীরা এখন তাদের সঞ্চয়গুলি খরচ করে জীবিকা নির্বাহ করছেন। পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে তারা যখন আবার বিদেশ যাবেন তখন আর্থিক সমস্যার সম্মুখীন হতে পারেন। সুতরাং, বিদেশ ফেরত অভিবাসীরা আবার বিদেশে যাওয়ার সময় হলে তাদের আর্থিক সহায়তা যেমন-বিমানের টিকেটের খরচ, ভিসা নবায়ন খরচ, দুই মাসের জীবিকা নির্বাহের ব্যয় সরবরাহ করা।

- অনেক অভিবাসীর ভিসার/কাজের চুক্তির মেয়াদ শেষ হয়ে গেছে এবং তাদের অনেকে স্থানীয়ভাবে পুনর্বাসনের পরিকল্পনা করছে। এই সমস্ত বিদেশ ফেরত অভিবাসীদের অর্থনৈতিক সহায়তা, ব্যবসায়িক সহায়তা ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা। অনেক ক্ষেত্রে, অভিবাসীদের তাঁদের দক্ষতার ভিত্তিতে কাজের সংস্থান করতে হবে।

- বিদেশ ফেরত অভিবাসীদের আর্থিক ও সামাজিকভাবে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে হবে। অভিবাসীদের অধিকার ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করতে হবে। করোনাভাইরাস (কোভিড-১৯) সংক্রমণের জন্য বিদেশ ফেরত অভিবাসীদের দায়ী করা যাবে না।

- যে সব অভিবাসী শ্রমিকরা দেশে আসতে চাইছেন বা বিদেশে বিপদগ্রস্ত তাদেরকে দেশে ফিরিয়ে আনার ব্যবস্থা করতে হবে। জরুরী/মহামারি অবস্থায় দেশের বাইরে নিয়মিত-অনিয়মিত সকল অভিবাসীদের সুরক্ষা, নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে। এবং এই বিষয়ে আরো ব্যাপক আকারে গবেষণার প্রয়োজন রয়েছে।

ইপসা (ইয়ং পাওয়ার ইন সোশ্যাল এ্যাকশন)
স্থায়ীত্বশীল উন্নয়নের জন্য সংগঠন
বাড়ি # এফ ১০ (w c), রাস্তা # ১৩, ব্লক # বি, চান্দগাঁও আবাসিক এলাকা, চান্দগাঁও, চট্টগ্রাম-৪২১২।
ইমেইল: info@ypsa.org ফোন: +৮৮-০৩১-৬৭১৬৯০
ওয়েবসাইট: www.ypsa.org ফেইসবুক: @YPSAbd লিঙ্কডইন: ypsa-bd